অগ্নিসূক্ত

মন্ত্রের সংখ্যাতত্ত্ব যদি প্রাধান্যের সূচক হয়, তাহলে ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে অগ্নি দ্বিতীয় প্রধান দেবতা | প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করবেন ইন্দ্র | কারণ ঋগ্বেদ সংহিতায় আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত সর্বমোট 250 টি সূক্ত পাই | সেখানে অগ্নি দু'শটি সূক্তে মুখ্য দেবতা, এছাড়া অন্যত্র তিনি অন্যদেবতার সঙ্গে যুগ্মভাবে-ও স্তুত হয়েছেন | কিন্তু সূক্তসংখ্যাবিচার-ই যথেষ্ট নয় | ঋগ্বেদের মন্ত্রপাঠ করলে অন্যভাবেও আমরা অগ্নির গুরুত্ব অনুভব করতে পারি | নিরুক্তকার যাস্ক ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক ও দ্যুলোক- এই তিনস্থানভেদে দেবতাদের তিনভাগে বিভক্ত করে অগ্নিকে পৃথিবীস্থানীয় দেবতা বলেছেন | পৃথিবীস্থানীয় দেবতা হওয়ার জন্য-ই সম্ভবতঃ অগ্নি মানুষের অনেক কাছের, অনেক নিকট সম্পর্কের দেবতা | বস্তুতঃ অগ্নি প্রাচীন আর্যদের অতি প্রাচীন দেবতা | আর্যগণ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হওয়ার পূর্ব থেকেই অগ্নি তাদের উপাস্য দেবতা | মানবসভ্যতার ইতিহাসে অগ্নির উত্পাদন ও দৈনন্দিন জীবনে অগ্নির ব্যবহার কবে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল তা বলা সম্ভব না হলেও নিঃসন্দেহে সেটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল | জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্নির প্রয়োজন অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অগ্নিকে দেবতার মহিমায় মণ্ডিত করে উপাসনা করতে শুরু করে | ঋগ্বেদের মন্ত্রে সেই লৌকিক অগ্নির লোকোত্তর দেবমহিমাতে উত্তীর্ণ হওয়ার ছবিটি-ই আমরা প্রত্যক্ষ করি | বৈদিক ঋষি-কবিদের দৃষ্টিতে অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর অপত্য | কখনো বা তাঁকে আপজ অর্থাত জল থেকে জাত বলা হয়েছে | আবার অরণি মন্থন করে তাঁর উত্পত্তি হয় বলে তিনি বনস্পতিজ, আবার সেই সঙ্গে বলের পুত্র - সহসঃ সূনু (3|28|5) | তাঁকে পৃথিবীস্থানীয় দেবতা বলা হলেও বেদে তিনি কখনো দ্যুলোকে সূর্য, কখনো অন্তরীক্ষে বিদ্যুত, কখনো বা সাগরজলে বাড়বানল | বৈদিকসভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে অগ্নির স্থান | বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে অগ্নি-ই প্রধান সহায় | অগ্নি সমিদ্ধ না হলে কোনো যজ্ঞকর্ম-ই সম্পাদিত হয় না | অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে তাই ঋষিকবি স্তুতি করেছেন - "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম(ঋ. সং. 1|1|1) | বিভিন্ন

দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয় অগ্নি-ই তা বহন করে নিয়ে যান; তাই তিনি "হব্যবাহ" | দেবগণকে তিনি যজ্ঞস্থলে আবাহন করে নিয়ে আসেন -"স দেবাঁ এহ বক্ষতি(1|1|2) | মর্তে তিনি দেবগণের দূত | দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি-ই প্রত্যক্ষ সম্পর্কস্থাপনকারী | যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে বলেছেন যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবির বহন এবং দেবগণকে যজ্ঞস্থলে আবাহন - এই দুটি-ই অগ্নির প্রধান কার্য | অগ্নির রূপ এবং কার্যাবলী বর্ণনায় বৈদিক ঋষিদের চিত্তে তাঁর যজ্ঞসম্পাদনকারী প্রজ্জ্বলন্ত রূপটি-ই বার বার ভেসে উঠেছে | ইন্দ্র যেমন দেবতাদের মধ্যে মহাযোদ্ধা, অগ্নিও তেমনি দেবগণের পুরোহিত, তিনি একাধারে হোতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা | তিনি দেবগণের মুখস্বরূপ | অগ্নিতে সমর্পিত হবিঃ গ্রহণ করে দেবতারা তুষ্ট হন | তিনি ঘৃতান্ন, ঘৃতনির্ণিক ও ঘৃতপৃষ্ঠ | তিনি হিরণ্যশ্মশ্রু | লেলিহান শিখা তাঁর জিহ্বা, বিদ্যুতের ন্যায় হিরণ্যবর্ণের অতি উজ্জ্বল রথে তিনি গমনাগমন করেন | বৈদিক ঋষিরা অগ্নির বর্ণনায় বিশেষ বিশেষ কতগুলো বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা অগ্নির চরিত্র উন্মোচনের প্রয়াস করেছেন | সমস্ত দেবতাদের মধ্যে অগ্নি-ই তরুণতম | কারণ প্রতিদিন-ই নতুনভাবে তাঁকে প্রজ্জ্বলিত করা হয় | তিনি "গৃহপতিঃ" অর্থাত গার্হপত্য অগ্নিরূপে গৃহে প্রজ্জ্বলিত থেকে তিনি-ই সমস্ত বিপদ থেকে গৃহস্থদের রক্ষা করেন | তিনি "কবিক্রতুঃ" অর্থাত ক্রান্তদর্শী এবং ক্রান্তকর্মা | তিনি সকলের রক্ষক, তিনি দস্যুহন্তা, তিনি ধনঞ্জয়-ধনের আহরণকারী | তিনি অভীষ্টবর্ষী, সর্বোত্কৃষ্ট রত্নের দাতা | মাতার ন্যায় তিনি সকলের ভরণপোষণ করেন | সকল বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন | তিনি-ই মানুষের নিকটতম আত্মীয় | বৈদিক আর্যগণের বিবাহকার্যেও অগ্নি অপরিহার্য ছিলেন | অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করেই বিবাহকার্য সম্পন্ন হত | অগ্নির নিকট থেকেই যেন বর বধূকে গ্রহণ করতেন | অগ্নিকে তাই "কুমারীগণের অধিপতি" বলা হয়েছে |